



81978 - মাকরুহ সময় য়ে সমস্ত নফল নামায পড়া জায়যে

প্রশ্ন

নামাযরে মাকরুহ সময় কোনটি? ব্যক্তরি জন্য ক'মাকরুহ সময় সুন্নত নামায পড়া জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

সংক্ষেপে নামাযরে মাকরুহ সময় তনিটি। আর বসিতারতি বললে নামাযরে মাকরুহ সময় পাঁচটি। সেগুলো হলো:

- ফজর উদতি হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।
- সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্য একটি বর্ষার দৈর্ঘ্য পরিমাণ উর্ধ্বে ওঠা পর্যন্ত। এই সময়টির দৈর্ঘ্য বারো মিনিটি। সতর্কতা হিসেবে পনের মিনিটি ধরা যায়।
- দ্বপিরহরে আসমানরে মধ্যভাগে সূর্য অবস্থান নেওয়ার পরে সেখান থেকে হলে পড়া পর্যন্ত।
- আসররে নামাযরে পর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত।
- সূর্যাস্ত শুরু হলে তা পূর্ণভাবে ডুবে যবে যাওয়া পর্যন্ত।

আর সংক্ষেপে বললে:

- ফজর থেকে শুরু করে সূর্য বর্ষার দৈর্ঘ্য পরিমাণ উর্ধ্বে ওঠা পর্যন্ত।
- দ্বপিরহরে কোনো দণ্ডরে ছায়া উলম্ব অবস্থা থেকে হলে পড়া পর্যন্ত।
- আসররে নামাযরে পর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

দুই:

এই সময়গুলোতে নফল নামায পড়া নষিদ্ধ। তবে ফরয আদায় করা অথবা ফরয কাযা করা নষিদ্ধ নয়।

‘মূল বধিন হচ্ছো নফল নামায সর্বদা পড়া জায়যে। এর দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু ও সজিদা করো (নামায পড়ো), তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং অন্যান্য সংকল্প করো যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” [সূরা হজ্জ: ৭৭] এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমিনোক্ত বাণীর ব্যাপকতা। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার পরে তিনি তাকে বলছিলেন: ‘তুমি কী চাও।’ লোকটি বলল: ‘আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘এছাড়া অন্য কিছু?’ লোকটি বলল: ‘এটাই চাই। এছাড়া অন্য কিছু চাই না।’ তিনি বললেন: ‘তাহলে তুমি বেশি বেশি সজিদা দিয়ে নজিরে ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।’

সুতরাং নফল নামাযের ক্ষেত্রে মূল বধিান হলো এটি মুসাফরি ও মুকীম উভয়ের জন্য সর্বদা বধিে। কনিতু শরীয়তপ্রণতো কহিু নরিদশিট সময়ে নামায পড়া নযিদিধ করে দযিছেনে। এমন সময় পাঁচটি ... [শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ রচতি ‘আশ-শারহুল মুমতি’ থেকে সমাপ্ত]

তনি:

নযিদিধ সময়ে পড়া যাবে এমন কহিু নফল নামাযকে ফকীহরা ব্যতকিরম হসিবে উল্লেখ করেছেন। সগেলো হচ্ছে:

১- তাওয়াফরে দুই রাকাত নামায। কারণ তরিমযী (৮৬৮), নাসাঈ (২৯২৪), আবু দাউদ (১৮৯৪), ইবনে মাজাহ (১২৫৪) বর্ণনা করেন: জুবাইর ইবনে মুত্বঈম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “ওহে আব্দ মানাফরে সন্তানরো! এই ঘরকে কনেন্দ্র করে দনিরে বা রাতরে কনোনা সময়ে তাওয়াফ (প্রদক্ষণি) করতে কথিবা নামায পড়তে তোমরা কাউকে বাধা দবিে না।” শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযীতে এটকিে সহীহ বলে গণ্য করেছেন।

২- জামাত পয়েে পুনরায় নামায পড়া। কটে যদি ফরয নামায পড়ার পর মসজদিে গযিে দেখতে পায় একদল লোক জামাতরে সাথে নামায পড়ছে তাহলে সে তাদরে সাথে নামায পড়বে; যদিও সটে নযিদিধ সময়ে হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় তাদরে সাথে তার নামায পড়া নফল হসিবে গণ্য হবে। কনোনা তরিমযী (২১৯) ও নাসাঈ (৮৫৮) বর্ণনা করেন: ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-আমরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দুইজন লোককে লক্ষ্য করে বলেন যারা তাঁর সাথে নামায পড়েনি যহেতে তারা নজিদেরে ঘর থেকে নামায পড়ে এসেছিলি: “তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ার পরে যদি মসজদিে এসে জামাত হতে দেখে, তাহলে তোমরা তাদরে সাথে নামায পড়বে। এই নামায তোমাদের দুজনের জন্য নফল হসিবে গণ্য হবে।” [হাদীসটি শাইখ আলবানী সহীতুত তরিমযীতে সহীহ বলে গণ্য করেন]

৩- সুন্নতে রাতবো তথা ফরয নামাযের আগে-পররে সুন্নত আদায়রে পরবির্তে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার দরুন যদি নযিদিধ সময় শুরু হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যোহররে সাথে আসর একত্রে পড়লে যোহররে পররে সুন্নত আসররে নামাযের পরে

পড়া যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার যোহররে পরে সুন্নতের বদলে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আসররে পরে সটে আদায় করেন। [হাদীসটি বুখারী (১২৩৩) ও মুসলিম (৮৩৪) বর্ণনা করেন]

৪- যে ব্যক্তি জুমার দিন মসজিদে এমন সময়ে প্রবেশ করে যখন ইমাম খুতবা দিচ্ছেন। এমন সময়ে সে হালকাভাবে দুই রাকাত নামায পড়ে নবী। কারণ বুখারী (৯৩১) ও মুসলিম (৮৭৫) বর্ণনা করেন: জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেওয়ার সময় একবার এক লোক মসজিদে প্রবেশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ‘তুমি কি নামায পড়ছে?’ সে বলল: না। তিনি বললেন: ‘তুমি উঠে দাঁড়াও এবং দুই রাকাত নামায পড়ো।’

৫- নিষিদ্ধ লম্বা সময়গুলোতে জানাযার নামায পড়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অর্থাৎ ফজর উদতি হওয়ার পর থেকে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত এবং আসররে নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘ফজররে পর থেকে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত এবং আসররে পর থেকে সূর্য ডোবার জন্য হলে পড়া পর্যন্ত জানাযার নামায পড়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।’ ইবনুল মুনযরি বলেন: ‘আসর ও ফজররে পর জানাযার নামায পড়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।’

পক্ষান্তরে তিনি সময়ে জানাযার নামায পড়া জায়গে নেই, যে সময়গুলোর কথা উকবা ইবনে আমরে রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণতি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে।

‘তিনিটি সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়তে এবং মৃতদেরকে কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন।’ হাদীসে নামাযের সাথে দাফন একত্রে উল্লেখ করা প্রমাণ করে যে এখানে জানাযার নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল-আসরাম বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে (অর্থাৎ ইমাম আহমদকে) সূর্যোদয়ের সময়ে জানাযার নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ‘সূর্যোদয় চলমান অবস্থায় জানাযার নামায পড়া আমার পছন্দ নয়।’ তারপর তিনি উকবা ইবনে আমরের হাদীসটি বর্ণনা করেন। এছাড়া জাবরে ও ইবনে উমর থেকে অনুরূপ কথা বর্ণতি হয়েছে। ইমাম মালিকে মুয়াত্তা গ্রন্থে এ হাদীসটি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। খাত্তাবী বলেন: এটি অধিকাংশ আলমে মত।

ফজর ও আসররে পরে জানাযার নামায জায়গে হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু এই দুই সময় অনেকে দীর্ঘ। অপেক্ষা করলে জানাযা (মৃতদেহ) কষতগিরস্ত হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, এই তিনিটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের। [সমাপ্ত][আল-মুগনী (১/৪২৫) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

চার:

কিছু নফল নামাযের ব্যাপারে ফকীহরা মতভেদে করেছেন যে, এগুলো ক নিষিদ্ধ সময়ে পড়া যাবে; নাকি যাবে না? এ ধরণে



নামাযগুলোর মধ্যে রয়েছে: কোনোটো কারণের সাথে সম্পৃক্ত নফল নামায। যমেন: তাহয়্যাতুল মাসজদি (মসজদে প্রবেশের নামায), অযুর নফল নামায। আলমেদরে মধ্যে কউে কউে নযিদিধ সময়ে এই নামায পড়া বধৈ বলছেন। ঐটি ইমাম শাফয়ী রাহমিহুল্লাহ ঐর অভমিত। ঐকদল আলমে ঐই মতটি গ্রহণ করছেন। ঐটিই অগ্রগণ্য অভমিত। অন্যদকিে কউে কউে ঐর থকেে নযিধে করেন। তারা নছিক নফল নামায ও বশিষে কারণগত নফল নামাযরে মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।